WBCS MAINS 2022

BENGALI

BENGALI GRAMMAR

LIVE 06:00PM | 11 JULY 2022

BENGALI GRAMMAR

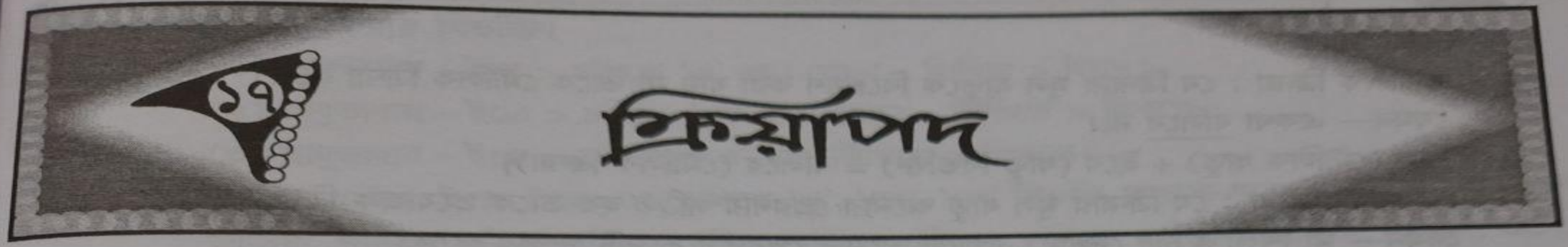

১৭ ক্রিয়াপদ

- পরীক্ষায় ক্রিয়াপদ থেকে প্রশ্নের নমুনা :

১. খোকা গেছে মোষ চরাতে—'চরাতে' পদটি— (প্রাইমারি টেট)
(a) সমাপিকা ক্রিয়া (b) অসমাপিকা ক্রিয়া (c) যৌগিক ক্রিয়া (d) সংযোগমূলক ক্রিয়া
উত্তর : (b)

২. অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে— 'উত্তরিলা' যে ক্রিয়াপদ— (টেট)
(a) মৌলিক (b) প্রযোজক (c) নামধাতুজ (d) যৌগিক
উত্তর : (c)

৩. ছেলেরা ফুটবল খেলছে।— যে ক্রিয়াপদ— (পোস্টম্যান)
(a) অকর্মক ক্রিয়া (b) সকর্মক ক্রিয়া (c) যৌগিক ক্রিয়া (d) পঙ্গুক্রিয়া
উত্তর : (b)

- **ক্রিয়া :** যে পদে কোনো কিছু কাজ করা, খাওয়া, হওয়া, থাকা ইত্যাদি বোঝায় সেই পদকে ক্রিয়াপদ বলে।
যেমন— কর্ (ধাতু) + ছি (বিভক্তি) = করছি (ক্রিয়াপদ)।

- **ক্রিয়া শব্দের সাধারণ অর্থ :** কাজ।
- **ব্যাকরণে ক্রিয়া শব্দের অর্থ :** ধাতুর অর্থ প্রকাশকারী পদ।
- **ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ :**

Mahendra's
FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

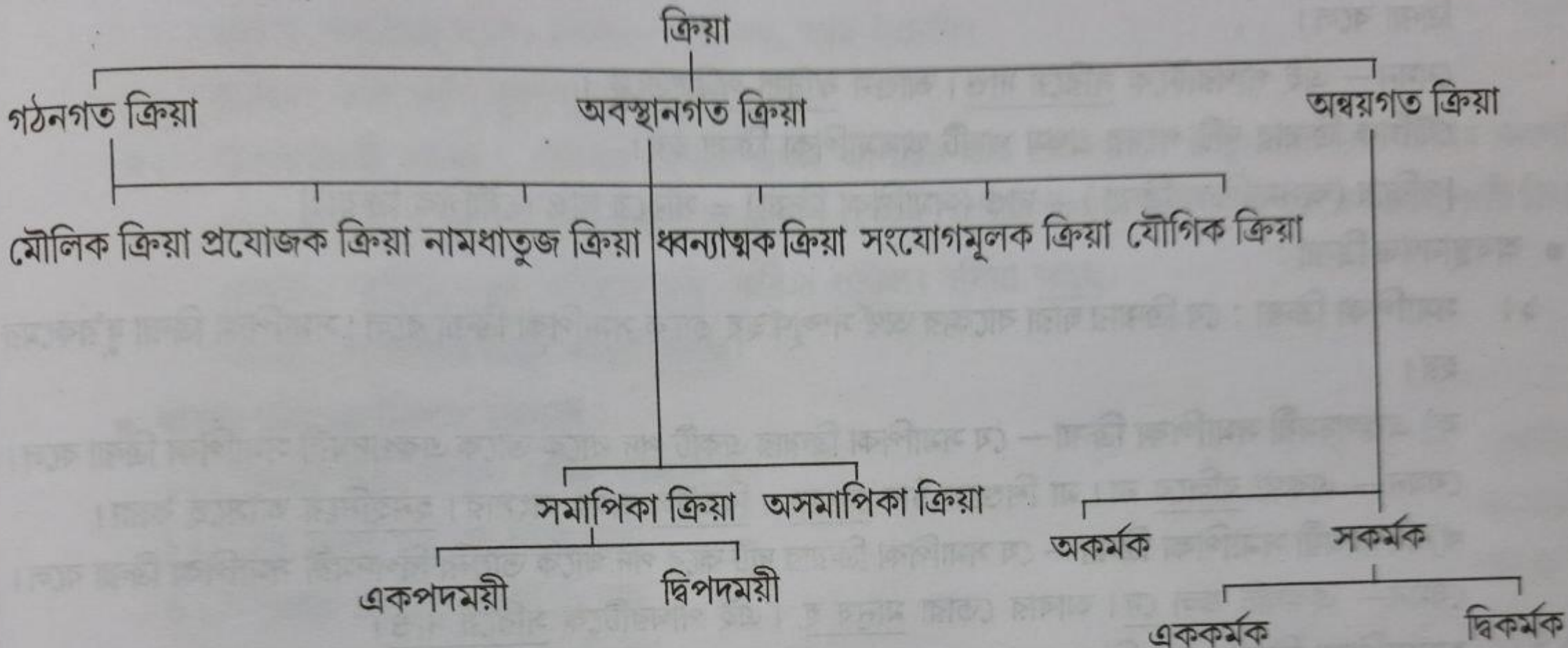

• **গঠনগত ক্রিয়া :**

১। **মৌলিক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মুল ধাতুকে বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে মৌলিক ক্রিয়া বলে।
যেমন— একথা বলিবে না।
[বল্ (মৌলিক ধাতু) + ইবে (ধাতু বিভক্তি) = বলিবে (মৌলিক ক্রিয়া)]

২। **প্রযোজক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মুল ধাতু অন্যের প্রেরণায় গঠিত হয় তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।
যেমন— মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। এখানে অন্যের প্রেরণায় কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে।
[দেখা (প্রযোজক ধাতু) + আয় (ধাতু বিভক্তি) = দেখায় (প্রযোজক ক্রিয়া)]

৩। **নামধাতুজ ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মুল ধাতু বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ দিয়ে গঠিত হয় তাকে নামধাতুজ ক্রিয়া বলে।
যেমন— বিষাইল জগৎ সংসার। রাঙাইয়া আঁখি। [নামধাতুজ ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম অংশে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ থাকে।]
[বিষা (বিশেষ্য পদে নামধাতু) + ইল (ধাতু বিভক্তি) = বিষাইল (নামধাতুজ ক্রিয়া)
রাঙা (বিশেষণ পদে নামধাতু) + ইয়া (ধাতু বিভক্তি) = রাঙাইয়া (নামধাতুজ ক্রিয়া)]

৪। **ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মূল ধাতু ধ্বন্যাত্মক অব্যয় দিয়ে গঠিত হয় তাকে ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন— হনহনাইয়া আসছে কারা। এই ক্রিয়ার প্রথমে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় থাকে।
[হনহনা (ধ্বন্যাত্মক ধাতু) + ইয়া (ধাতু বিভক্তি) = হনহনাইয়া (ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া)]

৫। **সংযোগমূলক ক্রিয়া বা যুক্ত ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দুটি পদের প্রথমটি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ থাকে এবং পরেরটি সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে।
যেমন— একঘটি জল দে । আবার তোরা মানুষ হ। হাত ধরিয়া বাহির হইল।
[সংযোগমূলক ক্রিয়ায় সবসময় দুটি পদ থাকে। তার প্রথম পদটি বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ হয়।]
[জল (বিশেষ্য পদ) + দে (সমাপিকা ক্রিয়া) = জল দে (সংযোগমূলক ক্রিয়া)
হাত (বিশেষ্য পদ) + ধরিয়া (অসমাপিকা ক্রিয়া) = হাত ধরিয়া (সংযোগমূলক ক্রিয়া)]

৬। **যৌগিক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দুটি পদের প্রথমটি অসমাপিকা ক্রিয়া ও পরের পদটি সমাপিকা হয় তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে।
যেমন— এই পাথরটিকে সরিয়ে দাও। আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে ।
যৌগিক ক্রিয়ার দুটি পদের প্রথম পদটি অসমাপিকা ক্রিয়া হয়।
[সরিয়ে (অসমাপিকা ক্রিয়া) + দাও (সমাপিকা ক্রিয়া) = সরিয়ে দাও (যৌগিক ক্রিয়া)]

Mahendra's FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

• অবস্থানগত ক্রিয়া :

১। সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। সমাপিকা ক্রিয়া দু'রকমের হয়।

ক) একপদময়ী সমাপিকা ক্রিয়া— যে সমাপিকা ক্রিয়ার একটি পদ থাকে তাকে একপদময়ী সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন— একথা বলিবে না। মা শিশুকে চাঁদ দেখায় । বিষাইল জগৎ সংসার। হনহনিয়ে আসছে কারা।

খ) দ্বিপদময়ী সমাপিকা ক্রিয়া— যে সমাপিকা ক্রিয়ার দুটি করে পদ থাকে তাদের দ্বিপদময়ী সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন— একঘটি জল দে। আবার তোরা মানুষ হ । এই পাথরটিকে সরিয়ে দাও।

২। অসমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন— সারা রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছে। মাছ পড়িলে খবর আসে। অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি থেকে চেনা যায়।

- **অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি।**

(১) সাধুভাষায় - ইয়া > চলিতে 'এ' হয়। যেমন - লিখিয়া > লিখে।
(২) সাধুভাষায় - ইতে > চলিতে 'তে' হয়। যেমন - লিখিতে > লিখতে।
(৩) সাধুভাষায় - ইলে > চলিতে 'লে' হয়। লিখিলে > লিখলে।
সাধুভাষায় ইয়া, ইতে, ইলে এবং চলিতে 'এ', 'তে', 'লে' বিভক্তি থাকলে অসমাপিকা ক্রিয়া হয়। যেমন— আসিয়া, পড়িয়া, শুনিয়া, বসিয়া, দেখিয়া, বসিতে, চলিতে, হাসিতে, বলিলে, আসিলে, খাইলে, শুনে, পড়ে, বসে, লিখে, আসতে, উঠতে, বসতে, খেতে, নিভতে, বললে, হাসলে, ভাবলে, দেখলে, শুনলে, খেলে, পড়লে ইত্যাদি।

- **অন্বয়গত ক্রিয়া :**

১। **অকর্মক ক্রিয়া :** যে সকল ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না সেই সকল ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন— ছেলেরা খেলছে। তারা খাচ্ছে। ছেলেটি হাসছে। মেয়েটি নাচছে।
বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে বাক্যের কর্ম পাওয়া যায়। উপরের বাক্যগুলিতে কোনো কর্ম নেই।

২। **সকর্মক ক্রিয়া :** যে সকল ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাদের সকর্মক ক্রিয়া বলে।
যেমন— ছেলেরা ফুটবল খেলছে। তারা ভাত খাচ্ছে। সকর্মক ক্রিয়া দু'রকমের হয়—
(ক) এককর্মক ক্রিয়া : যে সকল ক্রিয়ার একটি মাত্র কর্ম থাকে তাদের এককর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন— রাম ভাত খায়। রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন।
(খ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে সমস্ত সকর্মক ক্রিয়ার একটি প্রাণীবাচক এবং একটি বস্তুবাচক কর্ম থাকে তাদের দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন—— শিক্ষক মহাশয় আমাদিগকে ইংরেজি পড়ান। এখানে 'পড়ান' ক্রিয়ার দুটি কর্ম 'আমাদিগকে' ও 'ইংরেজি'।

- **অন্যান্য ক্রিয়া :**

১। **পঙ্গুক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার মূল ধাতুর সকল কালের (Tense) এবং সকল ভাবের (Mood) রূপ পাওয়া যায় না তাদের পঙ্গুক্রিয়া বলে। যেমন— বট, নহ, আছ ইত্যাদি।

Thank
you